গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা
আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
www.nlaso.gov.bd

জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০১৮ উদযাপন সংক্রান্ত ধারণাপত্র

ভূমিকাঃ

সরকার আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ বিচার প্রার্থী জনগণকে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করার জন্য ২০০০ সালে **“আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০”** পাস করে। এই আইনের আওতায় সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার একই বছর **“জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা”** নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। উক্ত সংস্থার অধীনে ইতোমধ্যে দেশের ৬৪টি জেলায় জেলা ও দায়রা জজের নেতৃত্বে জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করা হয়েছে। জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির পাশাপাশি সারাদেশের উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত সংস্থার তত্ত্বাবধানে সুপ্রীম কোর্ট কমিটি, জেলা কমিটি, উপজেলা কমিটি এবং ইউনিয়ন কমিটি আইনগত সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া বিভিন্ন শ্রম আদালত ও চৌকি আদালতগুলোতেও সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রত্যেক জেলা জজ আদালত ভবনে ‘ জেলা লিগ্যাল এইড অফিস’ স্থাপন করা হয়েছে। ‘লিগ্যাল এইড অফিস’ কে আরো কার্যকর, গতিশীল ও সেবাবান্ধব করার লক্ষ্যে প্রত্যেক জেলায় **১**জন জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারসহ সহায়ক কর্মচারীর পদ সৃজন করা হয়েছে। সিনিয়র সহকারী জজ/সহকারী জজ পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণকে প্রেষণে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার হিসেবে পদায়ন করা হচ্ছে। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারগণ আইনগত সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি বিনামূল্যে আইনগত পরামর্শ প্রদান করেন এবং পক্ষগণের মধ্যকার বিরোধ বা মামলা বিকল্প বিরোধ পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করে থাকেন।

২৮ এপ্রিল কে ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস’ ঘোষণা ঃ

সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন জনসচেতনতা। সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমের সাফল্য নির্ভর করছে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা ও জনমত সৃষ্টির উপর। এখনও এদেশের জনগণের একটি অংশ দরিদ্র ও নিরক্ষর। এই দরিদ্র ও নিরক্ষর জনগণ তাদের আইনগত অধিকার সম্পর্কে ততটা সচেতন নয়। এসব মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হলে অথবা কোনো আইনি জটিলতায় পতিত হলে আর্থিক দৈন্যতা কিংবা সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে তারা আইন আদালতের আশ্রয় নিতে পারে না। এভাবে নানাবিধ আর্থ-সামাজিক প্রতিবন্ধকতা কিংবা দারিদ্রতা বা অপ্রাচুর্যের কারণে অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষ ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছে। এজন্য দেশের আপামর জনসাধারণের আইনি অধিকার নিশ্চিত করার সাথে সাথে তাদেরকে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে বিগত ২৯/০১/১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে সরকার “আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০” কার্যকরের তারিখ অর্থাৎ ২৮ এপ্রিল কে ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস’ ঘোষণা করে।

‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস’ উদযাপনের উদ্দেশ্য ঃ

‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস’ উদযাপনের মূল্য উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

১. সরকারি আইনি সেবা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা;
২. দরিদ্র ও অসহায় জনগনের ন্যায় বিচারে সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা;
৩. জনগণকে আইনগত অধিকার বিষয়ে সচেতন করা;
৪. সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম আরো কার্যকর, বিস্তৃত ও শক্তিশালী করা;
৫. সরকারি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার (এনজিও) যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে আইন সহায়তা কার্যক্রম আরো গতিশীল ও কার্যকরী করা।

৬. লিগ্যাল এইড অফিসারের মধ্যস্থতায় গতানুগতিক আইনি প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিকতা ও দীর্ঘসূত্রিতা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বিকল্প উপায়ে বিরোধীয় পক্ষগণের মধ্যকার বিরোধ বা মামলা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সম্পন্ন করে লিগ্যাল এইড অফিসকে 'এডিআর কর্ণার' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সরকারি আইনি সেবা প্রচার ও প্রসার ঘটানো।

'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস' উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানমালার আয়োজন ঃ

জেলা পর্যায়ে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উদযাপনের নিমিত্ত প্রত্যেক জেলায় নিম্নোক্ত অনুষ্ঠানমালারও বা অনুষ্ঠানসূচী আয়োজন করা যেতে পারে :

- জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উপলক্ষে একটি স্বাগত র‌্যালী
- দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা সভা
- জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসের পোস্টারিং
- মাইকিং কার্যক্রম

তবে স্থানীয় সুযোগ-সুবিধা ও জেলা কমিটির আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনায় উপরোক্ত কর্মসূচীর পাশাপাশি নিম্নোক্ত অনুষ্ঠানমালা আয়োজন করা যেতে পারে:

- স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচী
- লিগ্যাল এইড ফেয়ার/মেলা
- ক্লায়েন্ট-আইনজীবী যৌথ সভা
- সেরা প্যানেল আইনজীবী পুরস্কার
- ম্যাগাজিন/সুভ্যেনির/দেয়ালিকা প্রকাশ
- শর্ট ফিল্ম/নাটিকা/ডকুমেন্টারি ইত্যাদি প্রদর্শন
- আইন কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আইন সহায়তা বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা
- জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে ফ্রি লিগ্যাল এইড ক্লিনিক এর ব্যবস্থা গ্রহণ

'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস' এর অনুষ্ঠানমালা বাস্তবায়ন ঃ

জেলা পর্যায়ে জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস' এর যাবতীয় অনুষ্ঠানমালা বাস্তবায়ন করবে। দিবস পালন সংক্রান্ত অনুষ্ঠানমালা আয়োজনের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির পক্ষে সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন। এটি একটি সরকারি কর্মসূচী বিধায় দিবস পালন সংক্রান্ত প্রতিটি অনুষ্ঠানমালায় জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, জেলা কারাগার, মহিলা সংস্থা ও জেলা তথ্য অফিসের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে দিবসটি পালনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য প্রত্যেক বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর শীঘ্রই পত্র প্রেরণ করা হবে। 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস' এর অনুষ্ঠানমালা চূড়ান্ত করণসহ সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণের নিমিত্ত এপ্রিল মাসের প্রথম/দ্বিতীয় সপ্তাহে জেলা কমিটি একটি জরুরি সভা আহ্বান করতে পারে। এ সভায় জেলার সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণসহ জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির সকল সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সভায় 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস' যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে অত্র ধারণাপত্রের আলোকে প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানমালা/কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। গৃহীত অনুষ্ঠানমালা/কর্মসূচী সফল বাস্তবায়নের নিমিত্তে জেলা কমিটির আওতায় বিভিন্ন উপ-কমিটি (যেমন-র‌্যালী কমিটি, অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন কমিটি, প্রচার ও প্রকাশনা কমিটি ইত্যাদি) গঠন করা যায়। প্রয়োজনে জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন দিবস পালন সংক্রান্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নকারী জেলা প্রশাসন/ পুলিশ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে। চৌকি আদালত লিগ্যাল এইড কমিটিকে জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উদযাপনের কার্যক্রমের সাথে অন্তর্ভূক্ত করার নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

অনুষ্ঠানমালা সংক্রান্ত নির্দেশিকা ঃ

আবশ্যকীয় অনুষ্ঠানমালা

কর্মসূচী	সম্ভাব্য সময়	বাস্তবায়নকারী	যাদেরকে সম্পৃক্ত করা দরকার
জেলা শহরের প্রধান প্রধান সড়কে র‌্যালী	০৯.০০ -১০.০০	১। জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি ২। জেলা জজ আদালত ৩। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ৪। জেলা প্রশাসন ৫। জেলা লিগ্যাল এইড অফিস ৬। পুলিশ প্রশাসন	১। লিগ্যাল এইডের মামলার ক্লায়েন্টগণ ২। স্থানীয় বার এসোসিয়েশন ৩। রোটারী ক্লাব ৪। রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ৫। বাংলাদেশ স্কাউট ৬। বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এনজিও) ৭। জেলা শিল্পকলা একাডেমী ৮। জেলা কারাগার ৯। জেলা পুলিশ সুপার ১০। জেলা সিভিল সার্জন ১১। জাতীয় মহিলা সংস্থা ১২। সরকারি বেসরকারি কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ এর শিক্ষক শিক্ষার্থী।
দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা সভা	সকাল ১০:০০-১২:০০ অথবা বিকাল ৩.০০ ঘটিকা হতে সন্ধ্যা ৫.০০ ঘটিকার মধ্যে বিচারকবিভাগসহ জেলা প্রশাসনের সুবিধাজনক সময়ে	১। জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি ২। জেলা প্রশাসন ৩। জেলা জজ আদালত ৪। জেলা লিগ্যাল এইড অফিস ৫। পুলিশ প্রশাসন	আলোচনায় সভায় স্থানীয় বার এসোসিয়েশন, প্যানেল আইনজীবী, লিগ্যাল এইডের মামলার ক্লায়েন্টগণ, আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন, এনজিও, জেলা কারাগার, জেলা পুলিশ, জাতীয় মহিলা সংস্থা, আইন বিভাগ এর শিক্ষক শিক্ষার্থী, জেলা প্রশাসন ও জজ কোর্টের কর্মচারীগণের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। আলোচক/অতিথিগণের মধ্যে জনপ্রতিনিধি জেলা ও দায়রা জজ, জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশ সুপার, জেল সুপার, ১/২ জন প্যানেল আইনজীবী এবং সংশ্লিষ্ট জেলার আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোনো স্বনামধন্য ব্যক্তিকে আলোচনা সভায় বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।
জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসের পোস্টারিং	২৭ এপ্রিলের মধ্যে প্রশাসন অনুমোদিত স্থানে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উপলক্ষ্যে সরবরাহকৃত পোস্টার সাঁটানোর ব্যবস্থা করতে হবে।	জেলা লিগ্যাল এইড অফিস	জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা প্রত্যেক জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে ছাপানো পোস্টার সরবরাহ করবে এবং জেলা শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে এ পোস্টার সাঁটানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
মাইকিং কার্যক্রম	২৮ এপ্রিল এর ১/২ দিন পূর্বে মাইকিং কার্যক্রম শুরু করতে হবে। এটি সংশ্লিষ্ট জেলার সুবিধা/ সামর্থ্য অনুযায়ী ৫/৭ দিন পর্যন্ত স্থায়ী করা যেতে পারে।	১। জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি ২। জেলা তথ্য অফিস	জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ইতিপূর্বে প্রত্যেক জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি বরাবর মাইকিং এর ভোকাল সম্বলিত ১টি ক্যাসেট প্রেরণ করে ছিল। মাইকিং এর সময়ে এটি অনুসরণ করা যেতে পারে অথবা সুবিধা মতো ভোকাল/ স্লোগান দ্বারা মাইকিং করা যেতে পারে।

ঐচ্ছিক অনুষ্ঠানমালা

স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচী	আয়োজক ও বাস্তবায়নকারীর সুবিধাজনক সময়ে এ কর্মসূচী আয়োজন করা যেতে পারে।	সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জনের পরামর্শ ও পৃষ্ঠপোষকতা পেলে রক্তদান কর্মসূচীর আয়োজন করা যেতে পারে।	জেলা সিভিল সার্জন, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসহ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, সন্ধানী কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, বাঁধন ইত্যাদির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহায়তা নেয়া যেতে পারে।
লিগ্যাল এইড ফেয়ার/ মেলা	২৮ এপ্রিল জেলা জজ আদালত প্রাঙ্গনে অথবা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে দিনব্যাপী এ মেলার আয়োজন করা যেতে পারে।	১। জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি ২। জেলা লিগ্যাল এইড অফিস ৩। জেলা তথ্য অফিস স্থানীয় এনজিও বিশেষত: আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক এনজিও সমূহের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা পেলেই একটি মেলা কমিটি করে এর মাধ্যমে মেলা আয়োজন করা যেতে পারে। মেলায় লিগ্যাল এইড বিষয়ক সামগ্রী পোস্টার, ফরম, লিফলেট, স্টীকার, ফেস্টুন, ম্যাগাজিন, সাময়িকী ইত্যাদি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে। সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত ডকুমেন্টারী ড্রামা ও টিভিসি প্রদর্শন করা যেতে পারে।	আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক এনজিও এবং জেলার আইন কলেজ/ বিশ্ব বিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যেতে পারে। প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তথ্য অফিসের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।
ক্লায়েন্ট-আইনজীবী যৌথ সভা	জেলা কমিটির সুবিধা জনক সময়ে এ সভার আয়োজন করা যেতে পারে।	১। জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি ২। জেলা লিগ্যাল এইড অফিস ৩। লিগ্যাল এইড মামলার ক্লায়েন্ট ৪। প্যানেল আইনজীবী লিগ্যাল এইডের চলমান মামলাসমূহের সকল ক্লায়েন্ট এবং আইনজীবীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। মামলাসমূহের সর্বশেষ অবস্থা এবং আগামীতে করণীয় সম্পর্কে আইনজীবীগণ ক্লায়েন্টকে অবগত করবেন। ক্লায়েন্টরা তাদের আইনি সমস্যা এবং কি প্রতিকার পেতে ইচ্ছুক তা আইনজীবীগণকে জ্ঞাত করবেন।	চলমান মামলাসমূহের সকল ক্লায়েন্টসহ সকল প্যানেল আইনজীবীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। জেলার কর্মরত বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ অংশ নিতে পারেন।

সেরা প্যানেল আইনজীবী পুরস্কার	দিবসের আলোচনা সভায় সম্মাননা প্রদান পর্বটি রাখা যেতে পারে।	জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি জেলা কমিটি কর্তৃক শ্রেষ্ঠ প্যানেল আইনজীবির মানদন্ড (মামলার নিষ্পত্তির হার, সাফল্যের হার, আচার-আচরণ, সরকারি আইন সহায়তার কার্যক্রমের প্রতি আন্তরিকতা বা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি) নির্ধারণ-পূর্বক শ্রেষ্ঠ প্যানেল আইনজীবি নির্বাচিত করে স্বীকৃতি স্বরূপ একটি ক্রেস্ট কিংবা অপর কোনো সম্মাননা প্রদান করা যেতে পারে।	
ম্যাগাজিন/সুভ্যেনির/ দেয়ালিকা প্রকাশ	২৮ এপ্রিল কিংবা তার পূর্বে অথবা পরে সুবিধাজনক সময়ে দিবসটিকে উপজীব্য করতে ম্যাগাজিন, সুভ্যেনির ইত্যাদি প্রকাশ করা যেতে পারে।	১। জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি ২। জেলা জজ আদালতের বিচারকবৃন্দ ৩। জেলা বারের আইনজীবীগণ ম্যাগাজিন/সুভ্যেনির প্রকাশের বিষয়ে জাতীয় কিংবা কোন স্থানীয় আইন ও মানবাধিকার সংগঠন অথবা এনজিও অথবা বার এসোসিয়েশনের আর্থিক বা কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।	
শর্ট ফিল্ম/ নাটিকা/ ডকুমেন্টারী ইত্যাদি প্রদর্শন	২৮ এপ্রিল তারিখ দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানের শেষ ভাগে কিংবা পৃথক কোনো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনসমাগম হয় এমন স্থানে লিগ্যাল এইড বিষয়ক শর্ট ফিল্ম/ নাটিকা/ ডকুমেন্টারী ইত্যাদি প্রদর্শন করা যেতে পারে।	শর্ট ফিল্ম/ নাটিকা/ ডকুমেন্টারী ইত্যাদি প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে জেলা তথ্য অফিস; শিল্পকলা একাডেমী কিংবা এ বিষয়ে দক্ষ কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। পদর্শনের ক্ষেত্রে সংস্থা কর্তৃক পাঠানো আইন ও বিচার বিভাগের মাননীয় সচিব মহোদয় রচিত ও নির্দেশিত ডকুড্রামাটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রদর্শন করতে হবে।	

জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০১৮ এর প্রতিপাদ্য বিষয় ঃ

সরকার নিম্নোক্ত শ্লোগানটিকে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০১৮ এর প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করেছে ঃ

“উন্নয়ন আর আইনের শাসনে এগিয়ে চলছে দেশ

লিগ্যাল এইডের সুফল পাচ্ছে সারা বাংলাদেশ।”

জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত র‌্যালী ও আলোচনা সভাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালায় এ শ্লোগানটিকে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে সর্বত্র গুরুত্বের সাথে প্রদর্শন করতে হবে। ব্যানার, ফেস্টুনসহ বিভিন্ন প্রকাশনায় এ শ্লোগানটিকে প্রদর্শনযোগ্যভাবে স্থান দিতে হবে।

প্রচার ও প্রকাশনা সামগ্রী তৈরি ও বিতরণ ঃ

জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উপলক্ষে বিশেষভাবে তৈরিকৃত পোস্টার, লিফলেট ইত্যাদি জেলা কমিটি বরাবর প্রেরণ করা হবে। র‍্যালী ও আলোচনা সভার জন্য জেলা কমিটি নিজস্ব উদ্যোগে ব্যানার, ফেস্টুন, টি-শার্ট/ক্যাপ, পোস্টার, লিফলেট কিংবা অন্যান্য প্রকাশনা সামগ্রী তৈরি করতে পারে।

অনুষ্ঠানমালার তহবিল ঃ

জেলা পর্যায়ে ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস’ উদযাপনের নিমিত্তে প্রত্যেক জেলা কমিটির অনুকূলে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে অনুষ্ঠানমালার যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাবে। বরাদ্দপত্রের সাথে অনুষ্ঠানমালা বাবদ বিভিন্ন খাতে খরচের একটি বিবরণী/ বাজেট সংযোজন করা হয়েছে। জেলা কমিটি অপর কোনো উৎস হতে অর্থের সংস্থান করতে সক্ষম হলে আবশ্যকীয় অনুষ্ঠানমালার বাইরে অন্য এক বা একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারে।

অন্যান্য সংস্থা/বিভাগের সহযোগিতা ঃ

সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম একটি গরিববান্ধব ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী। দরিদ্র মানুষের কল্যাণে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থা বা বিভাগ, বিশেষ করে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এনজিও) এবং জেলা আইনজীবী সমিতির আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

অনুষ্ঠানের ছবি, ডকুমেন্ট ইত্যাদি সংরক্ষণ ও প্রেরণ

জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উদযাপনের নিমিত্তে জেলা পর্যায়ে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমনঃ র‍্যালী, আলোচনা সভা, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী, স্থানীয় পত্রিকার পেপার কাটিং ইত্যাদির ছবি (হার্ড কপি ও সফ্‌ট কপি-সিডি আকারে) এবং কোন ভিডিও কীল্প (যদি থাকে) সংস্থা বরাবর প্রেরণ করতে হবে। উল্লেখ্য, গত বছর এরূপ অনুরোধ সত্ত্বেও বিভিন্ন জেলা কমিটি হতে সংস্থার নিকট অনুষ্ঠানের শুধুমাত্র ভিডিও সিডি পাঠানো হয়। ফলে এসব ছবি পত্রিকা/ বুলেটিন/ জার্নাল/ ডায়েরী ইত্যাদি প্রকাশনায় ছবি আকারে প্রিন্ট করতে নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে অনুষ্ঠানসমূহের ছবির হার্ড কপি ও সফ্‌ট কপি সম্বলিত সিডি (ভিডিও নয়) এবং কোন ভিডিও কীল্প (যদি থাকে) প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

নির্দেশিকা ঃ

১. জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উদযাপন একটি সরকারি কর্মসূচী। সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেক সরকারি অফিস বা দপ্তরে এটি পালন করা উচিত। জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবসের অনুষ্ঠানমালায় সরকারি শিষ্টাচার অনুসরণ করতে হবে।

২. আদালত প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠানমালা আয়োজনের ক্ষেত্রে আদালতের সময় সূচীর বিষয়ে বিশেষ সর্তক থাকতে হবে।

৩. এ দিবস সংক্রান্ত কর্মসূচী জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি, জেলা জজ আদালত, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, জেলা প্রশাসন, জেলা কারাগার, জেলা পুলিশ সুপার অফিস, মহিলা সংস্থা, জেলা তথ্য অফিস সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করবে।

৪. জেলা পর্যায়ে দিবসটি পালনের খরচাদি জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এ খাতে আর কোনো বরাদ্দ দেয়া হবে না। তবে, সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটি বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচের জন্য কোনো বেসরকারি বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অথবা বার এসোসিয়েশনের আর্থিক বা কারিগরি সহায়তা নিতে পারে। উল্লেখ্য সংস্থা কর্তৃক জেলা কমিটির অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচের একটি পৃথক বিবরণী পরবর্তী মাসের মাসিক প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্তি আকারে সংস্থার পরিচালক বরাবর প্রেরণ করতে হবে। আরো উল্লেখ্য যে, আর্থিক সহায়তার জন্য বেসরকারি সংস্থাকে অবাঞ্ছিত কোন চাপ প্রয়োগ কিংবা এরূপ কোন আচরন করা যাবে না যা পরবর্তীসময়ে তিক্ততার সৃষ্টি করে।